পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

পলাশি থেকে ধানমণ্ডি

[প্রথম খণ্ড]

মনযূর আহমাদ

চেতনা
প্রকাশন

শুরুর কথা

সিন্ধু থেকে বঙ্গ প্রকাশিত হওয়ার পর দুবছর পার হয়েছে। মাঝের এ সময়টায় পাঠকরা নানাভাবে এই কাজ সম্পর্কে মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে বোদ্ধা মহলে ইতিহাসের কিছু বিষয় নতুন করে পর্যালোচনার ডাক উঠেছে। বইটির সবচেয়ে বড় সাফল্য নতুন প্রজন্মের একাংশ নিজেদের ইতিহাসকে আপন করে নিয়েছে, শেকড়ের সন্ধানে গবেষণায় ব্রত হয়ে উঠছে অনেকে। বইটি পাঠককে ভাবতে শেখাক এটাই ছিল আমাদের চাওয়া। সম্ভবত এ উদ্দেশ্যে বইটি কিছুটা হলেও সফলতা পেয়েছে। *সিন্ধু থেকে বঙ্গ* যে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দায়বদ্ধতা বেড়েছে। আমরা হয়েছি আরও সতর্ক ও ধীর। সিন্ধু থেকে বঙ্গের দুবছর পর প্রকাশিত হচ্ছে *পলাশি থেকে ধানমণ্ডি*। এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত নয়, বাস্তবতা।

সিন্ধু থেকে বঙ্গ ধারণ করেছে ইতিহাসের এক বৃহৎ ক্যানভাস। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষদিকে আমরা পৌঁছেছিলাম মুগল শাসনামলে। পলাশি থেকে ধানমণ্ডির সূচনা হয়েছে মুগল আমলের শেষ সময় থেকে। সম্রাট আলমগিরের ইন্তেকালের পর মুগল সাম্রাজ্যকে যে ঘুণপোকা ঘিরে ধরে পরবর্তী কয়েক দশকে তা আরও বেগবান হয়। এ সময় গড়ে ওঠে আঞ্চলিক নবাবি শাসন। বাহ্যত দিল্লির সম্রাটের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল থাকলেও কাজকর্মে তারা ছিল অনেকটাই স্বাধীন। এমনকি তাদের কেউ কেউ সামরিক শক্তিতে মুগল সম্রাটের চেয়েও এগিয়ে ছিল। সময়টা ছিল অস্থির। একদিকে মারাঠা বর্গিদের উপর্যুপরি আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙ্গালা, অন্যদিকে ক্রমেই শক্তি অর্জন করছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলো। এই সময়টায় মুগলরা তাদের প্রভাব হারাতে থাকে, একের পর এক হাতছাড়া হয় বিভিন্ন শক্তিশালী রাজ্য। এ সময়কার প্রধানতম ইলমি ব্যক্তিত্ব শাহ ওয়ালিউয়ল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবি পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি বারবার শাসকদেরকে সতর্ক করে পত্র লিখছিলেন।

পলাশি থেকে ধানমণ্ডির শুরুতে পাঠক মুখোমুখি হবেন উত্তাল ভারতবর্ষের। একদিকে পতনোন্মুখ মুগল সাম্রাজ্য, অন্যদিকে ঘাপটি মেরে থাকা ইউরোপীয় শক্তি। উইলিয়াম ড্যালরিম্পেল যাকে বলেছেন এনার্কি, সম্ভবত এই শব্দটিই তখনকার সার্বিক পরিস্থিতি সবচেয়ে নির্মহভাবে তুলে ধরেছে। দুঃখজনকভাবে সত্য অস্থির এই সময়ের ইতিহাস নিয়ে বাংলায় যথেষ্ট কাজ হয়নি। যেই কাজগুলো হয়েছে সেখানে তথ্যের অভাব, দুর্বল তথ্যসূত্র, কিংবা উপস্থাপনার

দুর্বলতা প্রায়শই চোখে পড়ে। বক্ষ্যমাণ বইটিতে যেমন বিশুদ্ধ তথ্যের দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে তেমনই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ভাষাগত জটিলতা। প্রচলিত বইপত্রে প্রায়শই দেখা যায় লেখকরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন না। হিন্দু লেখকদের কলমে থাকে মুসলমান শাসকদের প্রতি অন্যায় বিষোদগার ও নানা অপবাদ। মুসলমান লেখকরাও হন প্রান্তিকতার শিকার। মুসলিম শাসকদের যেকোনো অন্যায় অপবাদ ঢাকতে তারা হয়ে উঠেন মরিয়া। দুপক্ষের এই অযৌক্তিক রেষারেষিতে প্রায়ই ইতিহাস পরিণত হয় এক চোরাপথে যেখানে পাঠক হারিয়ে যান বিভ্রান্তির অতলে। মনযূর আহমাদ সাফল্যের সাথে এ পরিণতি এড়াতে পেরেছেন। তিনি বেছে নিয়েছেন সরল ভারসাম্যপূর্ণ পথ। কারও ওপর যেমন অন্যায় অপবাদ দেননি, তেমনই কারও অপরাধ ঢাকার চেষ্টাও করেননি। পরবর্তী মুগলদের অযোগ্যতা ও ভোগলিপ্সার নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে তার কলমে।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন পতনের প্রথম ধাপ বলা যায় পলাশির যুদ্ধকে। যদিও বইটির সূচনা হয়েছে আরও পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনাপ্রবাহ থেকে, তবু লেখক নামকরণের জন্য বেছে নিয়েছেন পলাশিকেই। এখানে পাঠক স্পষ্ট বার্তা পান লেখক আলোচনা করতে চলেছেন পতনকালের ইতিহাস। পলাশির যুদ্ধ ও নবাব সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র বিচার নিয়ে গত দুইশত বছর ধরে লেখালেখি হচ্ছে। ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়পক্ষই এ বিষয়ে লিখেছেন। ভারতীয় লেখকদের কেউ কেউ ইংরেজ লেখকদের অন্ধ অনুসরণ করেছেন আবার কেউ ইংরেজদের অন্ধ বিরোধিতাকেই সমাধান ভেবেছেন। কিন্তু দুই অবস্থানের কোনোটিই ধ্রুব নয়। তথ্যের নিখুঁত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল সত্যের কাছাকাছি পৌঁছা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন নির্মোহভাবে সকল পক্ষের আলোচনা সামনে রেখে বিশ্লেষণ করা।

পলাশির যুদ্ধ ও সিরাজুদ্দৌলার পতন অংশে আমরা এই মূলনীতি সামনে রেখেই কাজ করেছি। কিছু তথ্য পাঠকের কাছে নতুন মনে হতে পারে কিংবা বিশ্লেষণের সাথে দ্বিমতও রাখতে পারেন। যেকোনো ইলমি দ্বিমতকে আমরা আনন্দের সাথে স্বাগত জানাই। কারণ জ্ঞানকে যখন নানা মাত্রা থেকে পর্যালোচনা করা হয় তখনই জ্ঞান তার স্বমহিমায় বিকশিত হয়। ইতিহাসের তথ্য ধ্রুব হলেও বিশ্লেষণ কিন্তু ধ্রুব নয়।

ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রেও লেখকদের মাঝে দ্বিধা ও সংশয় লক্ষ করা যায়। প্রায়ই তাদের লেখা ইংরেজদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে পরিণত হয়। সেখানে অনুপস্থিত থাকে ব্রিটিশদের শোষণ, অত্যাচার, ভারতীয় মুসলমানদের মানসিক কষ্টের কথা। ফলে ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লর্ড ম্যাকলের শিক্ষানীতি, ভারতীয় রেলপথ নির্মাণ, এসব বিষয় আলোচনা হলেও

এড়িয়ে যাওয়া হয় ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মসমাজ ও রাজনীতি ভাবনা। মনযূর আহমাদ দক্ষতার সাথে এ সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন লেখকদের রচনাবলি, আত্মজীবনী, সাময়িকপত্র ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছেন। তার লেখায় দ্বিধার ছাপ নেই, সেখানে আছে সত্য প্রকাশের অনমনীয় ঋজু ভাব।

খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, দেশভাগ ইত্যাদি ইস্যুগুলো একদিকে যেমন স্পর্শকাতর অপরদিকে এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা যা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। প্রচলিত ইতিহাসে মিথ্যা ও বাস্তবতার মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় প্রায়ই। বক্ষ্যমাণ বইতে চেষ্টা করা হয়েছে বিভ্রান্তির চাদর সরিয়ে সত্যের ওপর আলো ফেলার। পাঠক হয়তো প্রথমে চমকে উঠবেন, পুরোনো বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক তথ্য দেখে দ্বিধান্বিত হবেন, কিন্তু একটু সচেতন হয়ে এ বিষয়ে পড়াশোনা করলে দেখা যাবে বইতে নতুন কিছুই বলা হয়নি; বরং অনাদরে পড়ে থাকা তথ্য তুলে এনে মালা গাথা হয়েছে মাত্র।

দেশভাগের যে বিস্তৃত পটভূমি তার মনোজ্ঞ বিবরণ পাঠককে মুগ্ধ করবে। সমকালীন সকল রাজনীতিবিদ ও তাদের চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে নির্মোহভাবে। তুলে ধরা হয়েছে নানা অপপ্রচারের ফাঁক-ফোকর। বিশেষত সমকালীন হিন্দু চিন্তাধারার সাথে পাঠককে পরিচয় করানো হয়েছে নানা তথ্যের ভেতর দিয়ে। দেশভাগ এড়ানো যেত কিনা কিংবা এর মূলদায়ভার কার—সেই প্রশ্ন চলছে গত সত্তর বছর ধরে। প্রতিটি পক্ষ নিজেদের দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে চলছে স্বমহিমায়। এই বইতে লেখক সবগুলো বিষয় সামনে রেখে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের ওপর দোষ চাপানোর পরিবর্তে তুলে ধরেছেন সমকালীন ঘটনাপ্রবাহের নানা দিক। দেশভাগের সাথে জড়িয়ে আছে ভাষা-সংক্রান্ত জটিলতার মূল উৎস। ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, আলেম-সমাজ ও মুসলমানদের ভূমিকার উজ্জ্বল দিকটি উঠে এসেছে বক্ষ্যমাণ বইতে। ফরমায়েশি ইতিহাসে এড়িয়ে যাওয়া অনেক সত্য তুলে আনা হয়েছে নিপুণ দক্ষতায়।

বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্ভবত একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ। এই যুদ্ধকে প্রায়ই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধী ভূমিকায় এনে দাঁড় করানো হয়। চিত্রায়ণ করা হয় এমন এক ইতিহাস, সত্যের সাথে যার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বিশেষ করে আলেম-সমাজকে নেতিবাচক উপস্থাপন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান এক শ্রেণির লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিকর্মীরা। তাদের এ অপপ্রচারের মুখে এই বইটি জোঁকের মুখে লবণের কাজ করবে। বইটি পাঠে পাঠক জানতে পারবেন মুক্তিযুদ্ধে আলেম-সমাজের

বর্ণনাধারা...

📖 **প্রথম অধ্যায় : অস্তাচলে মোগল শাসন**

সম্রাট আলমগিরের তিরোধানের পর ২১
আজমের ব্যর্থতা ও তার কারণসমূহ ২২
কাম বখশের ব্যর্থতার কারণ ২৬
শাহ আলম বাহাদুর শাহের শাসনকাল ২৮
বাহাদুর শাহ উদাসী চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন ২৯
মন্ত্রীর পদে ভুল নির্বাচন ২৯
জাহাঁদার শাহের পরাজয় ৩১
ফররুখ সিয়ারের শাসনকাল ৩২
আসাদ খান ও জুলফিকার খানের শোচনীয় পরিণতি ৩৩
ফররুখ সিয়ারের দিল্লি প্রবেশ ৩৪
ফররুখ সিয়ারের সঙ্গে সৈয়দ পরিবারের দ্বন্দ্ব ৩৭
ষড়যন্ত্র ও দুমুখো নীতির সূচনা ৩৮

▶ **প্রথম পরিচ্ছেদ : মুহাম্মদ শাহের শাসনকাল** ৪০

জয় সিংয়ের সাথে আপস ৪০
গিরিধর বাহাদুরের সাথে সন্ধি ৪০
নিজামুল মুলকের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত ৪১
সৈয়দদ্বয়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ ৪৩
নিজামুল মুলক দাক্ষিণাত্যে ৪৫
দেলোয়ার আলি খানের পরাজয় ৪৭
নিজামুল মুলকের নামে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারির ফরমান ৪৮
হোসেন আলি খানের প্রাণনাশ ৫০
দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে নিজামের আচরণ ৫৩
নিজামুল মুলকের মন্ত্রিত্ব ৫৬
সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীর মতবিরোধ ৫৮
মুহাম্মদ শাহের ঘনিষ্ঠ সহচরবৃন্দ ৫৯
নিজামুল মুলকের সংস্কারপ্রস্তাব ৬২

মালোহ ও গুজরাটের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ৬৩
নিজামুল মুলকের বিরুদ্ধে চক্রান্ত..... ৬৪
সাম্রাজ্যের হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি ৬৫
নিজামুল মুলক আবার দাক্ষিণাত্যে ৬৬
নিজামের বিরুদ্ধে মুবারেজ খানকে প্ররোচনা ৬৭
নিজামুল মুলক পুনরায় দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত ৭০
মুবারেজ খানের পরাজয় ৭১
সম্রাটের নামে নিজামুল মুলকের পত্র ৭৩
নিজামুল মুলকের মালোহ ও গুজরাট থেকে পদচ্যুতি ও দাক্ষিণাত্যে নিয়োগ লাভ..... ৭৪
আসফিয়া রাজ্যের স্বরাজ ৭৪
সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ও দাক্ষিণাত্যের বিচ্ছিন্নতার কারণসমূহ ৭৫

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নিজামুল মুলক আসফজাহ ৮৩

আসফিয়া রাজ্য ও মোগল সাম্রাজ্যের সম্পর্কের ধরন ৮৩
দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সাথে দ্বন্দ্ব ৮৭
উত্তর ভারতের পরিস্থিতি ৯৩
গুজরাটে মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ৯৮
মালোহ প্রদেশে মারাঠা আধিপত্য ১০১
বুন্দেলখণ্ডে মারাঠা আধিপত্যের বিস্তৃতি ১০৪
মারাঠাদের দিল্লি আক্রমণ..... ১০৫
নিজামুল মুলক দিল্লিতে ১১১
নাদির শাহের আক্রমণ ১১৫

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ১৩৪

বিশৃঙ্খল ভারতে আবদালির অভিযান..... ১৩৪
যুদ্ধের পটভূমি..... ১৩৪
ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসন ১৩৫
ভারতবর্ষে মারাঠা সম্প্রদায়ের অধিভুক্ত অঞ্চল..... ১৩৫
আবদালির ভারত অভিযান ১৩৫
আহমদ শাহ আবদালি ১৩৫
মারাঠা-আফগান খণ্ডযুদ্ধ ১৩৬
মারাঠা নেতৃত্বের পরিবর্তন..... ১৩৬
মারাঠা অধিপতি সাদাশিভরাও ভাও..... ১৩৭
দুই বাহিনীর বিবরণ ১৩৭

তৃতীয় যুদ্ধ ১৩৮
যুদ্ধের ফলাফল ১৩৮
তিনটি যুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে এই পানিপথ প্রান্তর ১৩৯

📖 দ্বিতীয় অধ্যায় : বেনিয়া থেকে রাজা

পর্তুগিজদের আগমন ১৪১
ভারতের প্রথম পর্তুগিজ প্রতিনিধি ১৪২
পর্তুগিজদের পতনের কারণ ১৪৩
ভারতে ওলন্দাজরা ১৪৩
দিনেমারদের আগমন ১৪৪
ইংরেজদের ভারতে আগমন ১৪৪
ফরাসি বণিকদের আগমন ১৪৭

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব : ব্রিটিশের উত্থান ১৪৮
ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের সময় ভারত ১৪৮
ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষ ১৪৮
প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ, ১৭৬৪-৪৮ খ্রি. ১৪৮
দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ, ১৭৪৮-১৭৫৪ খ্রি. ১৪৯
জোসেফ ডুপে ১৫০
ডুপ্লের কৃতিত্ব ১৫১
তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ, ১৭৫৬-১৭৬৩ খ্রি. ১৫১
ফরাসিদের বিফলতার কারণ ১৫২

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বঙ্গে ব্রিটিশের অভ্যুত্থান ১৫৪
বঙ্গের নবাবরা ১৫৪
নবাব আলিবর্দি খান : ১৭৪০-৫৬ খ্রি. ১৫৪
সিরাজুদ্দৌলা : ১৭৫৬-৫৭ খ্রি. ১৫৬
ইংরেজদের সাথে সিরাজের সংঘর্ষের কারণ ১৫৮
কলকাতা অধিকার ১৬১

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পলাশির যুদ্ধ ১৬৫
পলাশির যুদ্ধ ১৬৫

▶ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের কারণ ১৭২
পলাশি যুদ্ধের ফলাফল ১৭২
সিরাজুদ্দৌলার চরিত্র বিচার ১৭৩

সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রের সমালোচনা ১৭৫
সিরাজুদ্দৌলার শেষ সময় ১৮২
তরবারি আর ছুরি দিয়ে হত্যা করা হলো সিরাজকে ১৮৩
সিরাজুদ্দৌলার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা ১৮৪
মির জাফর : ১৭৫৭-৬০ খ্রি. ১৮৭
মির জাফরের পতন ১৮৮
মিরনের বর্বরতা ১৯০
মির কাসিম : ১৭৬০-৬৪ খ্রি. ১৯০
মির কাসিমের কার্যাবলি ১৯১
ইংরেজদের সাথে মির কাসিমের সংঘর্ষের কারণ ১৯২
কোম্পানির দেওয়ানি লাভ (১৭৬৫ খ্রি.) ১৯৩
ক্লাইভের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ১৯৪
ক্লাইভের অন্যান্য সংস্কার ১৯৪
ক্লাইভের কৃতিত্ব-বিচার ১৯৫
ক্লাইভের স্বদেশ গমনের পর বঙ্গদেশ ১৯৫

▶ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : হায়দার আলির অভ্যুদয় ১৯৬
প্রথম মহীশূর যুদ্ধ ১৯৭

▶ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ গভর্নর ১৯৭
ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষমতা লাভ ১৯৮
হেস্টিংসের ব্যর্থতা ১৯৮
হেস্টিংসের শাসনসংস্কার ১৯৯
হেস্টিংসের অযোধ্যানীতি ২০০
রোহিলা যুদ্ধ (১৭৭৩-৭৫ খ্রি.) ২০১
রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রি.) ২০২
হেস্টিংস ও পরিষদ ২০৩
হেস্টিংস ও নন্দকুমার ২০৪
হেস্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি ২০৫
প্রথম মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫ খ্রি.) ২০৫
দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৭ খ্রি.) ২০৭
হায়দার আলির চরিত্র ও কৃতিত্ব ২০৯
হেস্টিংস ও চৈতসিংহ : অনৈতিকতা ও জুলুমের আরেক দৃষ্টান্ত ২০৯
হেস্টিংস ও অযোধ্যার বেগম ২১০
পিটের ভারতীয় আইন (১৭৮৪ খ্রি.) ২১০

হেস্টিংসের পদত্যাগ ও ইম্পেচমেন্ট ২১০
হেস্টিংসের কৃতিত্ব-বিচার ২১১
লর্ড কর্নওয়ালিস ২১৪
লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনসংস্কার ২১৪
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রি.) ২১৭
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ-গুণ ২১৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ২১৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল ২২০
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুসলিমরা ২২১
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষত্রুটি ২২২
পররাষ্ট্রনীতি ২২২
তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ ২২৩
স্যার জন শোর : ১৭৯৫-৯৮ খ্রি. ২২৫
লর্ড ওয়েলেসলি ২২৬
ওয়েলেসলির সমস্যা ২২৭
ওয়েলেসলির লক্ষ্য ও নীতি ২২৭
বৈদেশিক নীতি ২২৭
চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ : ১৭৯৯ খ্রি. ২২৮
টিপু সুলতানের কৃতিত্ব ও চরিত্র ২২৮
ওয়েলেসলির সম্প্রসারণনীতি ২৩১
ফরাসি বিপ্লবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ২৩২
ওয়েলেসলির মারাঠানীতি ২৩২
দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ২৩৩
হোলকারের সাথে যুদ্ধ ২৩৪
ওয়েলেসলির কৃতিত্ব ২৩৪

▶ সপ্তম পরিচ্ছেদ : ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিপূর্ণতা মারাঠা শক্তির পতন ২৩৬

লর্ড কর্নওয়ালিস ২৩৬
স্যার জর্জ বার্লো : ১৮০৫-০৭ খ্রি. ২৩৬
লর্ড মিন্টো : ১৮০৭-১৩ খ্রি. ২৩৭
রণজিৎ সিংহ ও শিখ জাতির অভ্যুত্থান ২৩৮
১৮১৩ সালের সনদ ২৪০
লর্ড ময়রা বা লর্ড হেস্টিংস : ১৮১৩-১৮২৩ খ্রি. ২৪১
গুর্খাদের সাথে যুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬ খ্রি.) ২৪১

পিন্ডারি যুদ্ধ ২৪২
তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ২৪৩
রাজপুতনায় ব্রিটিশ প্রাধান্য ২৪৪
লর্ড হেস্টিংসের সংস্কার ২৪৪
মারাঠাদের পতনের কারণ ২৪৫
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ২৪৬
সূচনা ২৪৬
লর্ড আমহার্স্ট : ১৮২৩-২৮ খ্রি. ২৪৭
প্রথম ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ (১৮২৪-৩৪ খ্রি.) ২৪৭
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক : ১৮২৮-৩৫ খ্রি. ২৪৮
বেন্টিংকের সংস্কারকার্যাদি ২৪৯
বেন্টিংকের পররাষ্ট্রনীতি ২৫১
১৮৩৩ সালের সনদ ২৫১
স্যার চার্লস মেটকাফ : ১৮৩৫ খ্রি. ২৫২
লর্ড অকল্যান্ড : ১৮৩৬-৪২ খ্রি. ২৫২
▶ অষ্টম পরিচ্ছেদ : আফগান-নীতি ২৫৬
প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ ২৫৪
লর্ড এলেনবরা : ১৮৪২-৪৪ খ্রি. ২৫৬
সিন্ধু বিজয় ২৫৬
গোয়ালিয়রের যুদ্ধ ২৫৭
শাসনসংস্কার ২৫৮
লর্ড হার্ডিঞ্জ ২৫৮
প্রথম শিখযুদ্ধ ২৫৮
লর্ড ডালহৌসি : ১৮৪৮-১৮৫৭ খ্রি. ২৫৯
১. যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার ২৫৯
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ২৫৯
দ্বিতীয় বার্মাযুদ্ধ ২৬১
২. স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য জয় ২৬১
৩. 'কুশাসনের' অভিযোগ ও রাজ্যজয় ২৬২
ডালহৌসির শাসনব্যবস্থা ২৬৩
১৮৫৩ সালের সনদ ২৬৪
লর্ড ডালহৌসির কৃতিত্ব-বিচার ২৬৪

📖 তৃতীয় অধ্যায় : পলাশিপূর্ব বাংলা

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান ২৬৫

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ভাষা ও সাহিত্য : যে কারণে মৌল বৈশিষ্ট্য হারায় ২৭৬

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয় ২৭৯

📖 চতুর্থ অধ্যায় : বাংলার মুসলিম শাসন বিলুপ্তির পশ্চাৎ পটভূমি

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : পলাশির যুদ্ধের পর মুসলিম সমাজের দুর্দশা ২৮৫

১. নবাব ২৮৮
২. সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণির মুসলিম.....২৮৮
৩. নিম্নবিত্তশ্রেণির মুসলিম : কৃষক ও তাঁতি.....২৯২
তাঁতি.....২৯৪

▶ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলার মুসলিম শাসন পতনের রাজনৈতিক কারণ ২৯৮
সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা.....৩০৫

▶ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পলাশির পর ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূচনা ৩০৮

▶ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পলাশির যুদ্ধ ও সম্পদ পাচার ৩২৮
সম্পদ পাচারের সূত্রপাত.....৩৩৩

▶ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বাংলায় গণবিদ্রোহ ৩৪০
ফকির ও কৃষক বিদ্রোহ.....৩৪০
ফরায়েজি ও জিহাদ আন্দোলন.....৩৪২
তিতুমিরের লড়াই.....৩৪৫
১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব ৩৪৭
আপসহীন বিপ্লবী ধারার অবসান.....৩৫০

▶ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : উনিশ শতকের কলকাতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাষাবাদ ৩৫১

📖 পঞ্চম অধ্যায় : পলাশির পরবর্তী আন্দোলন [১৭৬০-১৮০০]

▶ প্রথম পরিচ্ছেদ : নবাব নুরুদ্দিন মুহাম্মদ বাকের জং ৩৬১

ক. 'জাগো বাহে কোনঠে সবাই' ৩৬১
খ. তার রাজধানী ছিল কোথায়? ৩৬২
গ. ব্রিটিশদের ঘৃণ্য ইতিহাসবিকৃতি ৩৬৩
ঘ. কী জঘন্য মানসিকতা! ৩৬৪
ঙ. নবাব নুরুদ্দিন বাকের জং ৩৬৫

▸ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিরোধ আন্দোলন ৩৬৬

রংপুরের ঐতিহাসিক পরিচয় ৩৭০
রেশমশিল্পের আদিপিতা ৩৭১
রেশমশিল্পের উৎসভূমি ৩৭২

▸ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাঙালির চারিত্রিক অবনতি ও তার কারণ এবং নেশাকর দ্রব্যের প্রচলন ৩৭৫

বাঙালির শরীর ও সৌন্দর্যের অবনতি ৩৭৯
নামবিকৃতির সূচনা ৩৮২
সুলতানা আমিরন নেসা ওরফে আজিজন ৩৮৩

তৃতীয় অধ্যায়

পলাশিপূর্ব বাংলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিমদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান

বাংলার মুসলিমদের বিপর্যয় কোন কোন পথে নেমে এসেছিল এবং রঙ্গমঞ্চের অন্তরাল থেকে কোন অশুভ শক্তি ইন্ধন জোগাচ্ছিল, তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের জানতে হবে, সেকালে তাদের ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি কতখানি মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলেছিল ও কীভাবে মারাত্মক বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বাংলার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের সময় থেকে। হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের দ্বারা পুষ্ট ও পরিবেষ্টিত সভাসদ দ্বারা পরিচালিত হোসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের[১] প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণববাদের প্রবল প্লাবন বাংলার মানবসমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলিমকে সহজেই আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করেছিল হিন্দু তান্ত্রিকদের যৌনাবেদনময়ী অশ্লীল ও জঘন্য সাধন পদ্ধতি—বামাচারীদের পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ যৌনধর্মী নোংরা আচার-অনুষ্ঠান, বৈষ্ণব-প্রেমলীলা প্রভৃতি। এসব আচার-অনুষ্ঠান ও প্রেমলীলা হিন্দু সমাজের বোধের পরিচ্ছন্নতা, রুচির শিষ্টতা ও নৈতিক অনাবিলতা বহুলাংশে বিনষ্ট করলেও নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গের এ কৌশলে ধর্মবিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়েছিল এ সময়ের মুসলিম নামধারী কবি-সাহিত্যিকরা—যাদের তারা

১. চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) ছিলেন পূর্ব ও উত্তর ভারতের এক বহু লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভগবৎ পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভগবৎ দর্শনের একজন বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক।

কাষ্ঠপুত্তলিকাস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন—বাংলা ভাষার উন্নয়নের নামে প্রকৃতপক্ষে হিন্দু রেনেসাঁস আন্দোলনের ধ্বজাবাহীরা। দ্বিতীয় যুগের হিন্দু কবিদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এসব মুসলিম কবি হিন্দু দেব-দেবীর স্তুতিমূলক কবিতা, পদাবলি ও সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়। তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, যৌন আবেদনঘন কীর্তন, মনসার ভাসান সংগীত, দুর্গা ও গঙ্গার স্তোত্র ও হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে বহু পুথিপুস্তক রচনা করে।

শেখ ফয়জুল্লাহ 'গোরক্ষ বিজয়' নামক একখানা মহাকাব্য রচনা করে। এটি ছিল বাংলার নাথ সম্প্রদায় ও কলকাতা কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গোরক্ষ নাথকে নিয়ে, যার নাথ অনুরক্তরা সংস্কৃত ভাষায় গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে।[২] অনুরূপ আবদুস শুকুর ও সৈয়দ সুলতান শৈব ও তান্ত্রিক মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে সাহিত্য রচনা করে।[৩]

কবি আলাউল ও মির্জা হাফেজ যথাক্রমে শিব ও কালীর স্তবস্তুতি বর্ণনা করে কবিতা রচনা করে।[৪] সৈয়দ সুলতান নবি বংশের তালিকায় ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণকে সন্নিবেশিত করে।[৫] হোসেন শাহের আমলে সত্যনারায়ণকে সত্যপীর নাম দিয়ে মুসলিমরা পূজা শুরু করে।

উপর্যুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের ধর্মমত ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে কিছু জানার উপায় নেই। সাহিত্যক্ষেত্রে শুধু তাদের নাম পাওয়া যায়। হয়তো তারা ধর্মান্তরিত মুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে মাত্র এবং পরিপূর্ণ হিন্দু পরিবেশে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। অথবা মুসলিম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে হরিদাসের ন্যায় মুরতাদ হয়ে গেছে। তবে তাদের কবিতা, সাহিত্য, পাঁচালি, সংগীত প্রভৃতি তৎকালীন মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

পরবর্তীকালে ইসলামবৈরীরা বাদশাহ আকবরকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। জয়পুরের রাজা বিহারীমলের সুন্দরী রূপসি কন্যা যোধবাই আকবরের মহিষী হিসাবে মোগল হারেমের শোভাবর্ধন করে। আকবরের একাধিক হিন্দু পত্নী ছিল বলে জানা যায়। সেকালে হিন্দু রাজারা আকবরের কাছে তাদের কন্যা সম্প্রদান করে তাকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এসব হিন্দু পত্নীর জন্য রাজপ্রাসাদে মূর্তিপূজা ও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা ছিল। তখন মোগল শাহি মহল মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত হয়েছিল। এভাবে আকবরের ওপরে শুধু হিন্দু মহিষীদেরই নয়, হিন্দুধর্মেরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এসব মহিষীর গর্ভে

---

২. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

৩. গোলাম রসুল কর্তৃক প্রকাশিত শুকুর মাহমুদের পাঁচালি দ্রষ্টব্য।

৪. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন।

৫. ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান, এ আর মল্লিক।

যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করে এমন পরিবেশে জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, লালিতপালিত হয়েছে ও বেড়ে উঠেছে, তাদের মানসিকতায় পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে আমরা দেখতে পাই, হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত সম্রাট জাহাঙ্গির দেওয়ালি পূজা করতেন এবং শিবরাত্রিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও যোগীদের তাঁর সাথে একত্রে নৈশভোজে নিমন্ত্রিত করতেন। তিনি তাঁর শাসনের অষ্টম বছরে আকবরের সমাধিসৌধ সেকেন্দ্রায় হিন্দু প্রথানুসারে পিতার শ্রাদ্ধ পালন করেন।

শাহজাহান পুত্র দারা শিকোহ তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মাজমাউল বাহরাইনে' হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলিবর্দি খানের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামত জং ও সাওলান জং মতিঝিল রাজপ্রাসাদে সাতদিন ধরে হোলিপূজার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে আবির ও কুমকুম স্তূপীকৃত করা হয়। মির জাফরও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ হোলির অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। কথিত আছে, মির জাফর মৃত্যুকালে কীরিটেশ্বরী দেবীর পদোদক (মূর্তি ধোয়া পানি) পান করেন।[৬]

হোলি বলতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের 'অবতার' শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব অন্যতম। অতএব বৈষ্ণববাদের প্রভাব যে মুসলিম সমাজের মূলে তখন প্রবেশ করেছিল, ওপরের বর্ণনায় তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মুসলিম সমাজের এমন ধর্মীয় অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করে ঐতিহাসিকরা বলেছেন, মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রধান কারণ হলো ভারতীয় নও-মুসলিমদের পৌত্তলিক থেকে অর্ধমুসলিম (Half-Conversion) হওয়া। অর্থাৎ একজন পৌত্তলিকের ইসলাম না বুঝে মুসলিম হওয়া এবং ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ না পাওয়া। যাতে সে পৌত্তলিকতার অসারতা ও এর বিপরীতে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ পেতে পারে। তারা ইসলামি পরিবেশে জীবনযাপন করে আচার-আচরণ, স্বভাবচরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তন ও সংশোধন করার সুযোগ পায়নি। যে কারণে এ ধরনের মুসলিমরা হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অনুকরণে শবে বরাতে আলোকসজ্জা ও বাজি পুড়িয়ে হয়তো কিছুটা আনন্দ লাভের চেষ্টা করে। আকবর, জাহাঙ্গির ও বাংলার পরবর্তী শাসকরা প্রকাশ্যে হিন্দুদের পূজায় যোগ দিতে দ্বিধা করেননি।

---

৬. ব্রিটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান, এ আর মল্লিক; মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, মওলানা আকরাম খাঁ।